মেহেরপুরে নতুন ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৫

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যবরণ করেছেন ৫ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১৫ জন, গাংনীতে ৩৫ জন মুজিবনগর ৭ জন।

রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২২৩টি। তারমধ্যে ৫৭ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭৭৮ জন। তার মধ্যে সদরে ২২৩ জন, গাংনীতে ৪৫১ জন এবং মুজিবনগরে ১০৪ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৮০ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৩২ জন, গাংনী ২৯ জন ও মুজিবনগরে ১৯ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জনসমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কুষ্টিয়ার নতুন করে শনাক্ত ২৪৫ জন! হাসপাতালে শয্যাসংকট

কুষ্টিয়ায় হু হু করে বাড়ছে করোনা শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও পিসিআর ল্যঅব এবং সিভিল সার্জন সুত্রে জানা যায়, ৮৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৪৫ জনের শরীর নতুন করে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

শনিবার রাতের কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক কার্যালয় সুত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে, শনিবার (১০ জুলাই) বিকেল পর্যন্ত সেখানে ৪২২ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন।
শয্যাসংকটের কারণে অতিরিক্ত রোগীরা হাসপাতালের মেঝে, করিডর এবং বারান্দায় চিকিৎসা নিচ্ছেন। রোগীর ভিড়ে সেখানেও পা ফেলার জায়গা নেই। গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা।

কুষ্টিয়া করোনা হাসপাতালে ২০০ শয্যার বিপরীতে ৪২২ রোগী রয়েছেন। দেখা দিয়েছে শয্যাসংকট। হাসপাতালে বর্তমানে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ২২২ রোগী মেঝে, করিডর এবং বারান্দায় ভর্তি রয়েছেন।

তবে অক্সিজেনসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও জনবল ও জায়গার অভাব। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এমএ মোমেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এমএ মোমেন বলেন, শনিবার দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে রোগী ভর্তি ছিলেন ৪২২ জন। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত রোগী ছিলেন ১৯২ জন ও করোনা সন্দেহ রোগী ছিলেন ১৩০ জন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়ায় করোনা হাসপাতাল হওয়ার পর একসঙ্গে ৪২২ জন রোগী ভর্তি এই প্রথম। এর আগে ২০০ রোগীর কাছাকাছি ভর্তি হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে যে পরিমাণ রোগী ভর্তি হচ্ছে, তা আগে কখনো হয়নি। এত রোগীর চাপ সামলাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন, হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা, অক্সিজেন সিলিন্ডার পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু আয়া, সুইপার, পিয়ন ও ফান্ডের অভাব রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। রোগীর চাপ দেখে মনে হচ্ছে আরও শয্যা বা ইউনিট বাড়াতে হবে। চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, রোগীর ভিড়ে হাসপাতালের কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। অক্সিজেনসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও জনবল ও জায়গার অভাব রয়েছে। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

জরুরি বিভাগের সামনে একটি ট্রাক থেকে কয়েকজন শ্রমিককে অক্সিজেন সিলিন্ডার নামাতে দেখা যায়। সিলিন্ডার নিয়ে তারা দ্বিতীয় তলায়

ওঠে যান। সেখানে ভিড় ঠেলে কোনোরকমে একটি ওয়ার্ডে প্রবেশ করেন। সেখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা চলছে। বাইরের কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সিঁড়ি থেকে ওয়ার্ডের প্রবেশমুখ পর্যন্ত শতাধিক মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওয়ার্ডের ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল মেঝে ও বারান্দায় শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেক রোগী। ওয়ার্ডের ভেতরে কয়েকটি কক্ষ। সব জায়গাই রোগীতে ঠাসা। কোথাও শয্যা ফাঁকা নেই। রোগী ও রোগীর স্বজনদের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বলেন, করোনা এভাবে বাড়তে থাকলে কোনো সিস্টেমই কাজে আসবে না। তখন অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যা ঘটেছে। এ জন্য আমাদের সবার সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই।

জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম বলেন, কঠোরভাবেই বিধিনিষেধ পরিপালন করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিদিনই জেলা-উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে।

কুষ্টিয়ায় এবার ৫ মাসের শিশু করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়ায় আয়েশা খাতুন নামে ৫ মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে র্যাপিড অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

কুষ্টিয়ায় সবচেয়ে কম বয়সী শিশুর করোনা আক্রান্তের ঘটনা এটি দ্বিতীয়। এর আগে গত ২২ জুন প্রিন্স নামে দেড় মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। করোনা আক্রান্ত শিশুটির বাড়ি কুষ্টিয়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের

আড়ুয়াপাড়া এলাকার ৭৫ আমিনুল হক বাদশা সড়কে।

গত এক সপ্তাহ ধরে শিশুটির দাদা-দাদি, চাচা, বাবা-মা, ভাইসহ পরিবারের সদস্যরা জ্বর ও ঠান্ডায় ভুগছিলেন। শরীরে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখে বুধবার তারা নমুনা পরীক্ষা করান। এতে শিশুটির দাদা- দাদি, চাচা, বাবা-মা, ভাইসহ ৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। পরের দিন বৃহস্পতিবার চিকিৎসকেরা শিশু আয়েশার নমুনা পরীক্ষার পরামর্শ দিলে শিশুটির করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। করোনা শনাক্তর পর শিশুটিকে হোম আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আয়েশার চাচা হাফিজুর রহমান বলেন, বুধবার আমাদের পরিবারের সাত সদস্যের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। পরে শিশু আয়েশারও রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি আরও বলেন, এক সপ্তাহ ধরে পরিবারের অন্যান্য সদদ্যের ঠান্ডা-জ্বর ছিল। বুধবার নমুনা পরীক্ষা করলে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তাদের।

পরে বৃহস্পতিবার আয়েশার নমুনা পরীক্ষা করালে তারও পজিটিভ রিপোর্ট আসে। পরিবারের সদস্যরা জানান, আয়েশার শরীরে এখন কোনো উপসর্গ নেই। আগে জ্বর ছিল। বর্তমানে জ্বর চলে গেছে। সে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করছে। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভালো আছেন।

শিশু আয়েশার বিষয়ে সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ইনজামুল হক বলেন, শিশুটির শরীরে সামান্য জ্বর ছাড়া আর কোনো লক্ষণ নেই। সে ভালো আছে। নমুনায় করোনা পজিটিভ আসার পর শিশুটিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যান্টিজেন টেস্ট ইউনিটের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার চম্পা।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত মাসে দেড় মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ভয়ের কিছু নেই। দেশে অনেক শিশু করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। চিকিৎসায় তারা সুস্থ হয়ে যায়। আয়েশা নামের শিশুটি পরিবারের সংস্পর্শে সংক্রমিত হতে পারে।

[redacted]

[redacted]

বেড়েছে বলে জানান তিনি। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কর্মী রমজান জানান, এমন রোগীর চাপ আগে দেখেননি। প্রতি ঘণ্টায় তিনজনের বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছে। এমন সময় আসছে, যখন একসঙ্গে ১০ জন রোগীও আসছে। তখন রোগী টানার ট্রলির অভাব দেখা দিচ্ছে।

অক্সিজেনের স্টোরেও মিনিটে মিনিটে শ্লিপ হাতে রোগীর স্বজনরা আসছেন সিলিন্ডার নিতে। এখন প্রচুর অক্সিজেন মুজদ রয়েছে। চাপ সামাল দিতে বেগ পেতে হচ্ছে না। এক সপ্তাহ আগেও সঙ্কট ছিল। কুষ্টিয়ার পৌর কবরস্থানের খাদেম মধু মিয়া বলেন, কোনো দিন আটটি, আবার কোনো দিন ১০টি কবর খুড়তে হচ্ছে। যেখানে আগে দুই থেকে তিনটি করে কবর খুড়তে হতো। আবার কোনো দিন খালি খালি বসে থাকতেও হতো। শহরের একমাত্র শ্মশানেও বেড়েছে লাশ সৎকারের সংখ্যা। এর বাইরে চাঁদাগাড়া ও জুগিয়া গোরস্থানেও দাফন বেড়েছে। এভাবে চললে জায়গা সঙ্কট হতে পারে। আর বর্ষা মৌসুম হওয়ায় কবর খুড়তে বেগ পেতে হচ্ছে। বেশিরভাগ কবরে পানি উঠে যাচ্ছে বলে জানান খাদেম মধু মিয়া।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাপস কুমার সরকার বলেন, হঠাৎ করেই মৃত্যু বেড়েছে। এখন প্রায় প্রতি ঘণ্টায় একজন মারা যাচ্ছে। তবে কোনোদিন কম-বেশি থাকছে। এক সপ্তাহ ধরে ১০ এর অধিক মানুষ মারা যাচ্ছে। বাড়িতে চিকিৎসা নিতে নিতে যখন খারাপ হচ্ছে, তখন মানুষ হাসপাতালে আসছে। অক্সিজেনে লেভেল তখন অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। জেলা শহরের যে কয়েকটি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিক্রির দোকান রয়েছে, সেখানে এখন ভিড়। এমনই এক দোকান মালিক আক্তারুজ্জামান লাবু বলেন, অক্সিজেনের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়েছে।

মিনিটে মিনিটে ফোন আসে অক্সিজেনের জন্য। দামও আগের তুলনায় একটু বেড়েছে বলে জানান তিনি। হাসপাতালে দায়িত্বরত অনেক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক আক্রামুজ্জামান মিন্টু বলেন, গত সাত-আট দিন ধরে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে রোগীরা আসছেন।

আবার তারা নিজ বাড়িতে ৭-৮ দিন আইসোলেশনে থাকার পর আসছেন, যখন অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে যায় তখন। শেষ সময়ে হাসপাতালে আনা হয় তাদের। ততক্ষণে চিকিৎসকদের কিছুই করার থাকে না। বেশিরভাগ রোগীর অক্সিজেন লেভেল ৮০ নিচে চলে যায়। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল মোমেন বলেন, রোগীর চাপ বাড়ছেই। প্রতিদিন প্রায় ৪০-৫০ নতুন

রোগী ভর্তি হচ্ছেন। করোনামুক্ত হচ্ছেন তার অর্ধেকেরও কম।

মেহেরপুরে নতুন ৫৩ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৫৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যবরণ করেছেন ৬ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে গাংনীতে ৪৫ জন মুজিবনগর ৮ জন।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৫৬টি। তারমধ্যে ৫৩ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭৫০ জন। তার মধ্যে সদরে ২১৩ জন, গাংনীতে ৪৩৬ জন এবং মুজিবনগরে ১০১ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৭২ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ২৭ জন, গাংনী ২৯ জন ও মুজিবনগরে ১৯ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জনসমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কুষ্টিয়ায় তিনশো ছাড়ালো করোনায় আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা

সীমান্তবর্তী জেলা কুষ্টিয়ায় আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ। বাড়ছেই মৃত্যর মিছিল। কোনভাবেই কমানো যাচ্ছে না। এ

পর্যন্ত জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা তিনশো ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

শুক্রবার (৯ জুলাই) হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আবদুল মোমেন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃতদের মধ্যে ১২ জন করোনা পজিটিভ এবং ১০ জনের দেহে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। এনিয়ে জেলায় মোট ৩১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

তিনি বলেন, তবে সচেতন হলে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব। গ্রামের মানুষকে বেশি সচেতন হতে হবে। কেননা, ভর্তি রোগীর বেশির ভাগই গ্রাম থেকে আসছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যেও গ্রামেরই বেশি।

তিনি আরও জানান, ২শ বেডের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে বর্তমানে করোনা পজিটিভ ও করোনার উপসর্গ নিয়ে মোট ২৮০ জন ভর্তি রয়েছে।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানা যায়, জেলায় গত ২৯ মে থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত এক মাসে করোনায় মারা গেছেন ৯০ জন। এর আগের ১৪ মাসে মারা গেছেন ১১২ জন। আর সর্বশেষ মাত্র ১০ দিনে মারা গেছেন ১০৮ জন।

কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, জেলার সর্বত্র করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট জনিত কারণে এমনটা হচ্ছে। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে এখন করোনার প্রকোপ বেশি। গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা খুব কম। করোনার উপসর্গ নিয়ে দেরিতে চিকিৎসা নিতে আসা এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার কারণে ৫০ বয়সোর্ধ্বদের মৃত্যু বেশি হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৯২টি নমুনা পরীক্ষায় ২২০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ২৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জেলায় হোম আইসোলেশনে ছিলেন তিনি হাজার ৩৪ জন। গতকাল ছিলেন দুই হাজার ৯৫৬ জন। আগের দিন ছিলেন দুই হাজার ৮৭৫ জন। বর্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগের তালিকায় জেলাতে মোট আক্রান্ত আছেন তিন হাজার ৩১৩ জন। তার আগের দিন ছিলেন তিন হাজার ২২১ জন। কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নয় হাজার ৮৮৪ জন।

‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ অনলাইনে বিক্রি হবে কোরবানির পশু

মহামারি করোনা সংক্রমণরোধে এবার কুষ্টিয়ায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহার কোরবানির পশু অনলাইনে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জেলা প্রশাসন। এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর যৌথ ভাবে একটি অনলাইন প্লাটফর্মও গড়ে তুলেছেন। স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে, পশু কিনি অনলাইন হাটে স্লোগান নিয়ে ‘কুষ্টিয়া জেলার কোরবানির হাট’ নামে এই প্লাটফর্মে ক্রেতা- বিক্রেতা তাদের পশু কেনাবেচা করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন,
সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় আসন্ন কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া কর্তৃক ‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ নামে একটি অনলাইনভিত্তিক প্লাটফর্ম চালু হয়েছে যেখানে কৃষক, খামারি এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই অনলাইনের মাধ্যমে সকল ধরনের কোরবানির পশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াসহ অন্যান্য পশু কোরবানীর ঈদ উপলক্ষ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন।

কুষ্টিয়ার স্থানী সরকারের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে জানান, খামারী এবং পশু মালিকদের ‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ ওয়েব পেজে গরুর ছবি তথ্য আপলোড করে অথবা স্থানীয় ইউডিসিতে গিয়ে সহযোগিতা নিতে পারেন। তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে খামারির নাম, খামারির মোবাইল নম্বর, খামারির পূর্ণ ঠিকানা, পশুর সম্ভাব্য ওজন, পশুর সম্ভাব্য মূল্য, পশুর দাঁত সংখ্যা এবং পশুর ছবি/ ছোট ভিডিও তথ্য দিতে হবে।

অনলাইনে কোরবানির পশু ক্রয়ের জন্য ভিজিট করুন https://kushtiaposhuhat.com/ “কুষ্টিয়া পশু হাট” ফেসবুক পেজে অথবা ক্লিক করুন নিম্নোক্ত লিংকে।

[redacted]

[redacted]

খাচ্ছে। প্রতিদিনই শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালেও রোগীর চাপ বাড়ছে। এভাবে বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

মেহেরপুরে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত

মেহেরপুরে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত সর্বাত্বক লকডাউন কার্যকর করতে কঠোর লকডাউন এর ১০ ম দিনেও সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।পুলিশ এবং সেনাবাহিনী প্রশাসনের নির্দেশনায় প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও এলাকায় টহল দিচ্ছে।

শনিবার দুপুরের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যশোর সেনানিবাস ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন এম এম রওশনের নেতৃত্বে কোট এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে ব্যাপক সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়।
এসময় অযথা যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অযাথা বাইরে না আসার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের সচেতনতা মূলক প্রচারণা

মেহেরপুরের মানুষের মাস্ক পরার অভ্যেস এবং করোনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম ও প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে